সত্যসুধা প্রোডাকসন্সের

রাগ অনুরাগ

পরিচালনা
দীনেন গুপ্ত

সঙ্গীত
হেমন্ত মুখার্জী

সত্যসুধা প্রোডাকসন্সের নিবেদন

রাগ অনুরাগ

প্রযোজনা : **অভয় কুমার দত্ত।** চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা : **দীনেন গুপ্ত।**
সঙ্গীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।** কাহিনী ও গীতরচনা : **পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়**

চিত্রনাট্য : শেখর চট্টোপাধ্যায়॥ সম্পাদনা : রমেন ঘোষ॥ শিল্পনির্দেশনা : সূর্য চট্টোপাধ্যায়॥ শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরাণী॥ ব্যবস্থাপনা : সুধীর রায়॥ কোরাধাক্ষ : বিনয় ঘোষ ও মাখন সাহা॥ রূপসজ্জা : মনোতোষ রায়॥ বহির্দৃশ্য শব্দগ্রহণ : প্রবীর মিত্র॥ স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও বলাকা॥ পরিচয়লিপি : রতন বরাট॥ সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই॥ শব্দপুনর্যোজনা ও সঙ্গীত গ্রহণ : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে গৃহীত॥ প্রচার : ধীরেন মলিক।

নেপথ্যকণ্ঠে : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মুঙ্গেস্কর ও হৈমন্তী শুক্লা।**

: সহকারীবৃন্দ :

প্রধান সহকারী পরিচালক : সুজিত গুহ॥ পরিচালনা তপন চট্টোপাধ্যায় ও দীপক গঙ্গোপাধ্যায়॥ চিত্রগ্রহণ : কান্তি তেওয়ারী, গোপীনাথ রায় ও অনিল ঘোষ॥ সম্পাদনা : অনিল দাস॥ সঙ্গীত : ভি বালসারা ও সমরেশ রায়॥ শিল্প-নির্দেশনা : অনিল পাইন ও লক্ষণ নায়েক॥ রূপসজ্জা : পাঁচু দাস॥ শব্দগ্রহণ : সিদ্ধী নাগ॥ সাজসজ্জা : সরযূলাল ও বরেন দাস॥ শব্দধারণ : মাণিক দে ও রবীন অধিকারী॥ পটশিল্প : নব কয়াল॥ ব্যবস্থাপনা : কার্তিক দাস॥ অপর্ণা সেনের কেশসজ্জা : রীতা রাণা॥ মহিলা শিল্পীদের কেশসজ্জা : লেডিজ বিউটি কর্ণার (গড়িয়াহাটা)॥ শব্দপুনর্যোজনা : গোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার ও রবীন চৌধুরী॥ পরিস্ফুটনে : পঞ্চানন সরকার, পীতাম্বর দাস, চণ্ডীচরণ শীল, বাবলু বক্সী, অনিল মহান্ত ও রঞ্জিত গাঙ্গুলী॥ আলোকসজ্জা : হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন দত্ত, সুখরঞ্জন দত্ত, বিনয় ঘোষ, দেবেন দাস, মজুর, নারায়ণ চক্রবর্তী ও তপন দাস।

: রূপায়ণে :

অপর্ণা সেন, রঞ্জিত মল্লিক, অনুপকুমার, সুমিত্রা মুখার্জী

রবি ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ সেন, তপন চট্টোপাধ্যায়, দীপক গাঙ্গুলী, ননী গাঙ্গুলী, সতু মজুমদার, জ্যাম বড়ুয়া, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, হাসি মজুমদার, প্রলয় দত্ত, আশু সেনগুপ্ত, দীনবন্ধু মহাতো, অপু মজুমদার, দেবী ভট্টাচার্য, গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, তপন বিশ্বাস, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল গুপ্ত, কণিকা মজুমদার, রত্না ঘোষাল, গীতা দে, শুক্লা ঘোষ, সুমিতা দাস, শর্বানী ঘোষাল, মুক্তি রায়, মীনা রায়।

: কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

কে, কে, চৌধুরী, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, পপুলার ফিল্মস্, ভাইলাল ভাই রাওয়াল, ষ্টার ফিল্মস্ সিণ্ডিকেট (আসাম), রঞ্জিত দত্ত, পরিমল দত্ত, শশাঙ্ক সোম, চাকেশ্বরী বস্ত্রালয় (গড়িয়াহাটা)॥ অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ : ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও॥ বহির্দৃশ্য গ্রহণ : কালিম্পং॥ গৌরী মুখোপাধ্যায় ও অজিত রায়ের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত॥ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর ব্যবস্থাপনায় : চন্দ্রশেখর ঝা॥ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও প্রোজেকসন অপারেটর—গৌর দে।

বিশ্বপরিবেশনা : **দাক্ষায়ণী পিক্‌চার্স।**
কলিকাতা-১৩

কাহিনী

কলকাতার ধনী ব্যবসায়ী সত্যপদ গুপ্তর একমাত্র আদুরে ভাগ্নে শঙ্কর সেন নামকরা বেতার শিল্পী। রেডিওতে গান পরিবেশন করে প্রচুর নাম করেছে। সকলেই ওর গান শুনে মুগ্ধ।

একদিন সকালে ময়দানে মর্নিং ওয়াক করতে গিয়ে সত্যবাবু ও তার স্ত্রী ব্রজবালার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড পাঁচ পাহাড়ী স্টেটের ম্যানেজার মঙ্গলবাবু ও তার স্ত্রী পারুলবালার। মাঠের ওপর তখন ঘোড়ায় রাউণ্ড করছিল স্টেটের স্বর্গীয় রাজারাণীর একমাত্র মেয়ে মিতা। সত্যবাবুরা মুগ্ধ মিতাকে দেখে। মিতা খুব ছোটবেলায় তার মা-বাবাকে হারায়। মঙ্গলবাবু ও তার স্ত্রী, মিতাকে মেয়ের মত মানুষ করেন। কথপোকথনে ব্রজবালা জানতে পারলেন মিতা ভীষণ গান ভালবাসে এবং শঙ্করের ফ্যান। মাঠের মধ্যেই মহিলা দুজন ঠিক করলেন—মিতা ও শঙ্করের মধ্যে বিয়ে হ'লে কেমন হয়?

ব্রজবালা একদিন শঙ্করকে মিতার একটি ছবি দেখালো। শঙ্কর মিতার ছবি দেখে পছন্দ করল। মিতা শঙ্করকে কখনও দেখেনি—এমন কি তার ছবিও কোথাও খুঁজে পায়নি। সবই ঠিক ছিল, কিন্তু ওদের একটা শর্ত শুনে শঙ্কর ভয় পেয়ে গেল। ওকে নাকি ঘর জামাই থাকতে হ'বে। শঙ্কর সোজা পালিয়ে গেল বন্ধু বরুণের কাছে কালিম্পঙে। বরুণ সব কিছু শুনে তো অবাক। শঙ্করের কাছে কল্পনাতীত ছিল যে কালিম্পঙেও মিতা ও মঙ্গলবাবুর খপ্পরে পড়তে হবে। তাই কোন উপায় না দেখে বন্ধু বরুণকে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল শঙ্কর সেন নামে। মিতা বরুণকে নিয়ে এদিক ওদিক বেড়াতে লাগল। আর গান গাইবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল। একদিন বরুণের মুখে গান শুনতে গিয়ে মিতার সন্দেহ হ'ল এবং পুরোণো বেতার জগৎ খুঁজে খুঁজে শঙ্কর সেনের ছবি বের করে ফেলল। এরপর মিতা কিছু প্রকাশ না করে শঙ্কর ও বরুণের সঙ্গে পূর্বের মত মিশতে লাগল। মিতা ওদের বুঝতে দিল না যে আসল শঙ্কর সেনকে চিনতে পেরেছে।

মিতা আর শঙ্করের কি মিলন হ'বে?

ঘর জামাই শর্ত প্রতিবন্ধক হবে না তো?

সামনের পর্দা তার জবাব দেবে।

সঙ্গীত

(১)

শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সেই দুটি চোখ আছে কোথায়—
কে বলে দেবে আমায়
মনটা আমার মাথিয়ে দেবো যার ওই চোখের
পাতায়—
শুধুই আকাশ হ'লে হবেনা হবেনা—
শুধুই বাতাস হলে হবেনা হবেনা
আকাশ বাতাস ভাঙা ঝড়ের হাওয়ায়
যে নয়নে বিদ্যুৎ কেঁপে কেঁপে যায়
খুঁজে যাই খুঁজে যাই
আজও হয়নি দেখা যার দেখা আমি পেতে চাই
শুধুই দেখা হলে হবেনা হবেনা
একার একা হলে হবেনা হবেনা
একাকার হ'য়ে গিয়ে যে এসে আমায়
স্বপ্নের পৃথিবীতে ডেকে ডেকে যায়।

(২)

শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

ওগো সুন্দরী
তুমিকে তা জানিনা
শুধু আমার, দুটো কথা শুনে রাখো
বলে রাখি গোড়াতেই আমারতো বাসা নেই
তবু যদি থাকো আমার কাছে
শুধু হৃদয়ের ভালো বাসাটায় তুমি থাকতে পারো
সেটা খালিই আছে।
এ ভালো বাসায় কিছু হয়না দিতে সেলামী
দুজনে নয় এখানেই দিন কাটিয়ে গেলামই
বিদ্যুৎ নিভে গেলে তোমার রূপের আলো
পেয়ে মনটা বাঁচে।
এ ভালোবাসায় জেনো শীত লাগেনা মাঘেতে
ঠাণ্ডায় উষ্ণ থাকে প্রাণের অনুরাগেতে
গ্রীষ্মের খরাতাপে সারাঘরে মিষ্টি কথায় বৃষ্টি নাচে।

(৩)

শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

আমি গান গাই
আমি গান গাই, তোমাদের অনুরোধে
যে গান করেছি সুরু কেমনে করবো সারা
সেতো জানা নাই।
[আকাশে মেঘ করেছে, দেখুন দেখুন সত্যিই
মেঘ করেছে
এই মেঘ দেখে কবিরা বলবেন]
আকাশে মেঘ করেছে ঝর ঝরিয়ে হবে বরিষণ
কত লোক ছট্ ফটিয়ে খুঁজবে এখন
ভালোবাসার জন
[ঠিক কিনা বলুন]
বিরহী যক্ষ হয়ে কেউবা দুঃখ সয়ে, ছুটবে অলকায়
কবিরা কলম খুলে লিখে যাবে যা খুশী মন চায়
[কবিরা মশাই মনগড়া অনেক কথা বলেন
আর আমরা বলবো]
আকাশে মেঘ করেছে ঝর ঝরিয়ে হবে বরিষণ
রাস্তায় কাদা হয়ে জল জমবে পাগল। হবে মন
[কেমন বুঝছেন—]
অলকায় ছুটবে যারা প্রথমেই পড়বে তারা
খানা ডোবার জলে
কবিরা ফ্যাচ ফেঁচিয়ে হাঁচবে সবাই,
কলম টলম ফেলে
[কবিদের মশাই বড্ড তাড়াতাড়ি সর্দ্দি হয় ।]

তাইরে নাইরে নাইরে না না
সত্যি কথা বলতে মানা
আগে থেকেই সবার কাছে তাই চেয়েছি
মার্জনা।
[ধরুণ বর্ষা কেটে গেছে অঘ্রাণ এসেছে
কবিরা বলবেন—]
আকাশে মেঘ কেটেছে মন কর এসেছে অঘ্রাণ
ক্ষেতের ওই কানায় কানায় হাওয়ায় দোলে
সোনা রঙের ধান
[আহা কি আনন্দ]
কবিরা তাইনা দেখে নিমেষে ফেল্লোলিখে
কত আশার গান।
ফসলের গন্ধ দিয়ে স্বপ্ন বোঝাই হোলো কত প্রাণ
[কবির কথাতো শুনলেন এবার
আমার কথা শুনুন।]
আকাশে মেঘ কেটেছে মনে করো এসেছে অঘ্রাণ
চাষীরা কাস্তে হাতে কাটছে আহা কত
সাধের ধান
ওই ধান হবেরে চাল, হায়রে পোড়াকপাল
কিনবে আড়তদার।
কবিরা র‍্যাশন তুলে কাঁকর খেয়ে বলবে
চমৎকার।
[আহা বেচারারে।]
তাইরে না না ··· তাই চেয়েছি মার্জনা !

(৪)

শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও হৈমন্তী শুক্লা

কি গান শোনাবো বলো ওগো সুচরিতা
আমি যে তোমার কত আপনার
কত প্রিয়জন আমি কেমনে বোঝাইতা
কত পথ পার হয়ে সুরের শিরাসা লয়ে
আজকে আমার কাছে এসেছো
গানের আড়াল দিয়ে এসেছ যে মন নিয়ে
তাই দিয়ে জানি ভালো বেসেছো
আমিও তোমারি নামে তাইতো এখন
লিখে যাই এত যে কবিতা
বাঁশী যাতে ভালো বাজে
তাই নূপুরের সাজে রুণুঝুণু হয়ে তুমি বেজেছো
আমিও হয়েছি শ্যাম যেই আমি দেখলাম
নবরাধা হয়ে তুমি সেজেছো
না হয় এখন থেকে আমরা হলাম
দুজনেই দুজনার মিতা।

(৫)

শিল্পী—লতা মুঙ্গেস্কর

ওই গাছের পাতায় রোদের ঝিকিমিকি
আমায় চমকে দাও চমকে দাও দাও দাও
আমার মন মানে না দেরী আর সয়না
গাছের পাতায়।
ওই যে ঘুম পাহাড়
জেগে বেশ ঘুমিয়ে ছাখে।
কে আমার কাছে থাকে।
কে আমার গানের কথার মানেই বোঝে না।
ওই যে নীল আকাশ
সে এখন শুধুই হাসে।
তার কি যায় বা আসে।
আমি যে চেনা দিয়েও রইগো অচেনা।

(৬)

শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

খেলা আমার ভাঙবে যখন আমি রবোনা
ভুলের কাছে ফুল নিতে আর হাত বাড়াবোনা
অনেক হাসি অনেক খুশী, অনেক লুকোচুরি
কিছু কিছু স্বপ্নে গড়া, একটি মায়াপুরী
হাসি মুখেই ভাঙবো তাকে, উদাস হ'বোনা
কখনো মেঘ কখনো রোদ ছিল যে পথ-ভ'রে
সে পথ ছেড়ে চলে গেলেও, ভুলবো কেমন করে
স্বপ্নের স্মৃতির দিনগুলো আর ফিরে পাবোনা।

(৭)

শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সোনার ওই আংটী থেকে পাথর গুলো খুলে নিও
শুধু তোমার নামটী লিখে পারো যদি পরিয়ে দিও
নয়নের কোনটা থেকে কাজল রেখা মুছে নিও
শুধু আমার স্বপ্ন দিয়ে তোমার দুচোখ ভরিয়ে দিও
মেঘ রং চুলের রাশি আজ নয় খুলেই দিলে
আষাঢ়ের মেঘটা না হয়, অঙ্গে তোমার
ঢেকেই নিলে
সিঁথির ঐ ময়ূরটাকে—সিঁথি থেকে উড়িয়ে দিও
আমার এই রাঙা সোহাগ ঐ সিঁথিতে ছড়িয়ে দিও।
টায়া রং শাড়ীর আঁচল, আজ নয় উড়লো হাওয়ায়
একরাশ সবুজ খুশী দেখে গেলাম চোখের চাওয়ায়
তোমার ঐ কণ্ঠ থেকে গানের আলাপ
সরিয়ে নিও
পারোতো প্রাণের সাথে, আমার আলাপ
করিয়ে দিও।

(৮)

শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

তোমাদের কাছে এসেছিলাম
তোমাদের ভালো বেসেছিলাম
এ যে আমার কত সুখের কতখানি পাওয়া
কিছু সুর আমি পেয়েছিলাম
কিছু গান আমি গেয়েছিলাম
এ যে আমার কত সাধের প্রাণভরে গাওয়া
না হয় এবার পলাশের দিন ফুরালো
বাতাস শুধুই শুকনো পাতাই উড়ালো
রামধনু আঁকা দিগন্ত নয় আঁধারেই হলো ছাওয়া
যা আছে হিসাব এবার মিলিয়ে নাওনা
বন্ধু আমায় নীরবে বিদায় দাওনা
আমার বুকেই জমা হয়ে থাক
আমার যা কিছু চাওয়া।

৺তারামা
সহায়

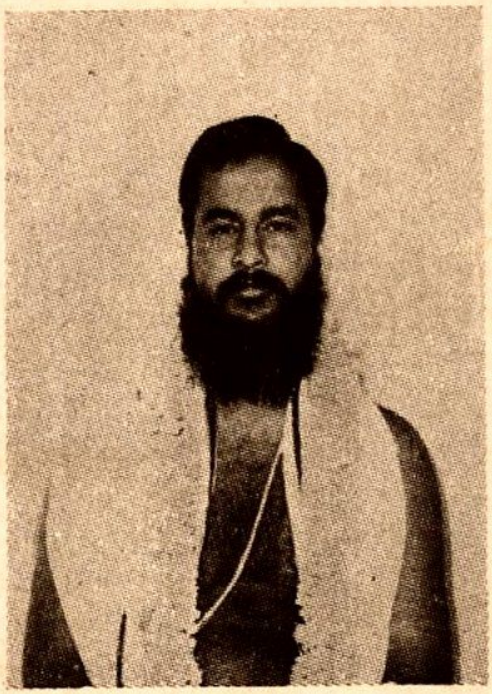

জন্মস্থান :
শ্রীশ্রী৺দাক্ষায়ণী
মন্দির

অবির্ভাব :
শুক্রবার ৪ঠা
সেপ্টেম্বর ১৯৫০

শ্রীশ্রীজয়গুরু কৃপাহি কেবলম্

পরম পূজণীয় গুরুদেবের আশীর্বাদ ধন্য

— অজয় কুমার দত্ত